দ্বীনী প্রশ্নোত্তর

বিভাগ/অধ্যায়ঃ সাজসজ্জা ও প্রসাধন

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আবদুল হামীদ ফাইযী

বিনা অহংকারে পরিহিত বস্ত্র গাঁটের নিচে ঝুলানো হারাম কি না?

পুরুষদের জন্য পরিহিত বস্ত্রপায়ের গাঁটের নিচে ঝুলান হারাম, তাতে অহংকারের উদ্দেশ্য হোক অথবা অহংকারের উদ্দেশ্যে না হোক। তবে যদি তা অহংকারের প্রকাশের উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে তার শাস্তি অধিকতর কঠিন ও বড়। যেহেতু সহীহ মুসলিমের আবূ যার (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে নবী (সঃ)বলেন, “তিন ব্যক্তির সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ কথা বলবেন না, তাঁদের প্রতি তাকাবেন না, তাঁদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাঁদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হবে।” আবূ যার (রাঃ) বলেন, ‘তারা কারা? হে আল্লাহ্‌র রাসুল! তারা ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হোক।’ তিনি বললেন, “গাঁটের নিচে যে কাপড় ঝুলায়, কিছু দান করে ‘দিয়েছি’ বলে অনুগ্রহ প্রকাশকারী এবং মিথ্যা কসম খেয়ে পণ্যদ্রব্য বিক্রেতা।” (মুসলিম ১০৬ নং ও আসহাবুস সুনান)

এই হাদিসটি অনির্দিষ্ট। কিন্তু তা ইবনে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহুমার হাদীস দ্বারা নির্দিষ্ট, যাতে নবী (ﷺ) বলেন, “যে ব্যক্তি অহংকারে তার কাপড় (মাটিতে) ছেঁচড়ায় তার দিকে আল্লাহ তাকিয়ে দেখবেন না” (বুখারী ৫৭৮৪ নং, মুসলিম ২০৮৫ নং)সুতরাং আবূ যারের হাদীসে অনির্দিষ্ট উক্তি ইবনে উমারের হাদীস দ্বারা নির্দিষ্ট হবে। যদি অহংকার সহ কাপড় লটকায়, তাহলে আল্লাহ তার প্রতি দেখাবেন না, তাঁকে পবিত্র করবেন না এবং তার জন্য হবে কষ্টদায়ক আযাব। আর এই শাস্তি সেই শাস্তি অপেক্ষাও বৃহত্তর, যে শাস্তি নিরহংকারের সাথে গাঁটের নিচে লুঙ্গি নামিয়ে থাকে এমন ব্যক্তির হবে; যে ব্যক্তি প্রসঙ্গে নবী (সঃ) বলেন, “গাঁটের নিচের লুঙ্গি জাহান্নামে।” (বুখারী ৫৭৮৭ নং ও আহমাদ ২/৪১০) অতএব শাস্তি যখন পৃথক পৃথক হল, তখন অনির্দিষ্টকে নির্দিষ্টের উপর আরোপ করা অসঙ্গত হবে। কারণ অনির্দিষ্টকে নির্দিষ্টের উপর আরোপ করার নিয়মে শর্ত এই যে, উভয় দলীলের নির্দেশ অভিন্ন হবে। কিন্তু যদি নির্দেশ ভিন্ন হয়, তবে এককে অপরের সাথে নির্দিষ্ট করা যাবে না। এই জন্যই তায়াম্মুমের আয়াতকে যাতে আল্লাহ বলেন, “তা তোমাদের মুখে ও হাতে বুলাবে।” ওযুর আয়াত দ্বারা নির্দিষ্ট করি না, যাতে আল্লাহ বলেন, “তা তোমাদের মুখে ও হাতে বুলাবে।” ওযুর আয়াত দ্বারা নির্দিষ্ট করি না, যাতে আল্লাহ বলেন, “তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে।”(সূরা মায়েদাহ ৬ আয়াত) সুতরাং তায়াম্মুম(মাসাহ করা) হাতের কনুই পর্যন্ত হবে না। (যদিও ওযুতে হাতের কনুই পর্যন্ত ধুতে হয়।)

ইমাম মালেক প্রভৃতিগন যা আবু সাঈদ খুদরী (রঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তা এই কথার প্রতিই নির্দেশ করে। যাতে নবী (সঃ) বলেন, “মুমিনদের লুঙ্গি তার অর্ধ পদনালী (হাঁটু হতে গড়ালি পর্যন্ত পায়ের অংশ বা ঠ্যাং)পর্যন্ত। আর গাঁটের নিচে যা হবে তা দোযখে হবে। আর যে ব্যক্তি অহংকারের সাথে তার পরিহিত লেবাস (লুঙ্গি, প্যান্ট, পায়জামা, ধুতি, কামীস ইত্যাদি)মাটির উপর ছেঁচড়ে নিয়ে বেড়ায় তার প্রতি আল্লাহ (তাকিয়েও) দেখবেন না।” অতএব নবী (সঃ) একই হাদীসে দু’টি উদাহরণ পেশ করেন এবং উভয়ের শাস্তি পৃথক হওয়ার কারণে উভয়ে নির্দেশের ভিন্নতাও বিবৃত করেন। সুতরাং উক্ত দুইজন কর্মে ভিন্ন, নির্দেশে ভিন্ন এবং শাস্তিতেও পৃথক। এই থেকে তাঁদের ভুল স্পষ্ট হয়, যারা তার উক্ত(গাঁটের নিচে যা তা দোযখে)কে (যে ব্যক্তি অহংকারের সাথে তার কাপড় ছেঁচড়ে বেড়ায় তার প্রতি আল্লাহ তাকাবেন না।) এই উক্তি দ্বারা নির্দিষ্ট করে।

আবার কতক মানুষ কাছে যাদেরকে গাঁটের নিচে লুঙ্গি বা প্যান্ট ঝুলতে নিষেধ করলে বলে, "আমি অহংকারের উদ্দেশ্যে ঝুলাইনি তো।"

কিন্তু আমরা তাঁদেরকে বলি যে, গাঁটের নিচে কাপড় ঝুলানো দুই প্রকার; প্রথম প্রকার – যার শাস্তি, মানুষকে কেবল সেই স্থানে আযাব দেওয়া হবে, যে স্থানে সে (শরীয়তের) অন্যথাচরণ ও অবাধ্যতা করে এবং তা হচ্ছে গাঁটের নিচের অংশ, যার উপর নিরহংকারে কাপড় ঝুলায়। অতএব এ ব্যক্তিকে কেবল অবাধ্যতার অঙ্গে শাস্তি দেওয়া হবে। অর্থাৎ যাতে অবাধ্যতা বা অন্যথাচরণ করছে, কেবল তার বদলায় তাঁকে জাহান্নাম আযাব দেওয়া হবে, আর তা হচ্ছে যা গাঁটের নিচে নামে। কিন্তু এই অবাধ্যাচারীর এই শাস্তি হবে না যে, তার প্রতি আল্লাহ তাকাবেন না এবং তাকে পবিত্র করবেন না। (কারণ, তার অহংকার নেই।) আর দ্বিতীয় প্রকার শাস্তি; কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন না, তার প্রতি তাকাবেন না, তাঁকে পবিত্র করবেন না এবং তার জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হবে। আর এটা তার জন্য হবে, যে তার পরিহিত বস্ত্রকে পায়ের গাঁটের নিচে অহংকারের সাথে মাটিতে ছেঁচড়ে নিয়ে বেড়ায়। এরূপই তাঁকে বলি। (ইবনে উষাইমীন)

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=1447

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন